যুগান্তর

তারিখ: 05 MAY 2016
পৃষ্ঠা: ৩ কলাম: ২

মাহফুজুর রশিদ ফেরদৌসকে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ

ছাত্রীকে যৌন নিপীড়ন

আহছানউল্লাহর শিক্ষক মাহফুজ রিমান্ডে

যুগান্তর রিপোর্ট

ছাত্রীকে যৌন নিপীড়নের দায়ে গ্রেফতার হওয়া ঢাকার তেজগাঁওয়ে অবস্থিত আহছানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মাহফুজুর রশিদ ফেরদৌসকে দু'দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। বুধবার ভোরে গ্রেফতারের পর তাকে আদালতে হাজির করে সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করা হয়। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারক দু'দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। কলাবাগান থানা পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। এর আগে গত শনিবার ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনের মুখে তাকে সাময়িক বরখাস্ত করেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে শিগগিরই তাকে স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করা হবে বলে যুগান্তরকে নিশ্চিত করেছেন

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

আহছানউল্লাহর শিক্ষক মাহফুজ রিমান্ডে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি। এদিকে লম্পট শিক্ষকের গ্রেফতারের খবরে উল্লাস প্রকাশ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

কলাবাগান থানার এসআই শামীম আহমেদ যুগান্তরকে জানান, ওই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে মঙ্গলবার রাতে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আবদুল্লাহ আল সায়েম নামে এক সাবেক ছাত্র বাদী হয়ে কলাবাগান থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেছেন। ওই মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে আদালতে পাঠানো হয় ওই শিক্ষককে। মামলার আসামি পক্ষে আদালতে জামিনের আবেদন করেন তার আইনজীবী মোহাম্মদ সেলিম। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের সহায়তায় মহিলা আইনজীবী সমিতির পক্ষে আদালতে উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী ফাহামিদা আকতার।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক এএমএম শফিউল্লাহ যুগান্তরকে বলেন, মাহফুজুর রশীদের বিরুদ্ধে দু'জন ছাত্রীকে হয়রানির অভিযোগ তুলে চিঠি যায় বিভাগীয় প্রধানের কাছে। এরপর থেকে বিষয়টি তদন্ত শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে অভিযোগের প্রমাণ পাওয়ায় তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। তাকে ইতিমধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়েছে। জবাব পাওয়ার পর এবং তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী তাকে স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করা হবে। তিনি আরও বলেন, স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করার প্রক্রিয়া একটু সময়সাপেক্ষ বিষয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মাহফুজুর রশিদ ফেরদৌস তেজগাঁও আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের তড়িৎ কৌশল বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর। তিনি প্রায় ১৬ বছর ধরে এই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। দীর্ঘদিন থেকেই তার বিরুদ্ধে ছাত্রীদের যৌন নিপীড়নের অভিযোগ আছে।